দৈনিক বাংলা

তারিখ ৪/৭/৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম

036

জনকল্যাণে বেসরকারী সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবেঃ শাহ আজিজ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বিভিন্ন ট্রাস্ট ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য যে সব ট্রাস্ট গঠিত হবে সেগুলির উপর থেকে আয়কর মওকুফ করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী রোববার স্থানীয় একটি হোটেলে বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

অনুষ্ঠানে তিনি সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রবীণ সাহিত্যিক-সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ও দৈনিক ইত্তেফাক-এর সহকারী সম্পাদক জনাব রাহাত খানসহ দেশের ৯ জন কৃতী ব্যক্তিকে কাজী মাহবুব উল্লাহ পুরস্কার '৮০ ও '৮১-তে পুরস্কৃত করেন। স্বর্ণপদক ও নগদ অর্থে তাঁদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

জাতীয় ভিত্তিতে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, গবেষণা, জনসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখার জন্য বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যাদের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ কাজী বদরুদ্দোজা, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ ইয়াসীন, ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কাজী মাহবুব উল্লাহ, ভাইস চেয়ারম্যান কাজী আবু ইউসুফ এমপি প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সমাজকল্যাণমূলক কাজে বেগম জেবুন্নেসা জনকল্যাণ ট্রাস্টের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, গত ৪ বছর যাবৎ এ সংস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করছে।

তিনি বলেন, শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় সমাজসেবা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগও এগিয়ে

(শেষ পৃঃ ২-এর ক কঃ)

তারিখ ৪/৭/৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম

দৈনিক বাংলা

রোববার স্থানীয় এক হোটেলে বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ 'জনকল্যাণ' ট্রাস্ট-এর দ্বিতীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান পুরস্কার বিতরণ করেন। ছবিতে মাঝখানে প্রধানমন্ত্রীর পাশে বেগম জেবুন্নেসাকে দেখা যাচ্ছে —দৈনিক বাংলা

শাহ আজিজ

(১ম পৃঃ পর)

আসা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে দেশের নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরদান উদ্যোগ গ্রহণ করতে বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠনসমূহের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, যেসব দেশে গণশিক্ষা কর্মসূচী সফল হয়েছে তা জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান যে দেশের ৫ কোটি লোক আজও নিরক্ষর। শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় এ বিপুল নিরক্ষর জনসংখ্যাকে অক্ষরজ্ঞান দান করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী গণশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য এ ধরনের উৎসাহমূলক পুরস্কার প্রবর্তন করার জন্য ট্রাস্টকে পরামর্শ দেন।

তিনি ট্রাস্টের কর্মকর্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদেরকে অভিনন্দিত করেন।

সভাপতির ভাষণে মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক সমাজকল্যাণে অবদান রাখার জন্য পুরস্কার ঘোষণার এ বেসরকারী উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেন। এঁদের এই মহান প্রয়াস আরো জোরদার হবে বলে আশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সমাজসেবা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের সব সময় প্রয়োজন থাকবে। তিনি আরো বলেন, সমাজের কল্যাণে বিত্তশালীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এর আগে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী দেশের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদেরকে সম্মানিত করার এ উদ্যোগকে অভিনন্দিত করে বক্তৃতা দেন।

ডঃ কাজী বদরুদ্দোজা জনকল্যাণে এ ধরনের আরো ট্রাস্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এর আগে ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান কাজী আবু ইউসুফ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ট্রাস্টের সেবামূলক কাজের কথা বর্ণনা করেন।

যারা পুরস্কৃত হলেন (১৯৮০-এর পুরস্কার):

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গৌরবদীপ্ত অবদান রাখার জন্য জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, স্বর্ণপদক ও ১০ হাজার টাকা; উন্নতমানের সরষে বীজ উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষক সর্বজনাব এম এ খালেক, আশরাফুল ইসলাম, সোলায়মান, ফরিদউদ্দিন মিয়া ও আলী আকবর, —স্বর্ণপদক ও ১০ হাজার টাকা; সঙ্গীতে শেখ লুৎফর রহমান—স্বর্ণপদক ও ১০ হাজার টাকা; খেলাধুলার জন্য প্রবীণ খেলোয়াড় জনাব আশরাফ (আবাহনী ক্রীড়া চক্র) স্বর্ণপদক ও পাঁচ হাজার টাকা; মৎস্য গবেষণার সাফল্যের জন্য ময়মনসিংহ জলজ প্রাণীর পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক জনাব এ কে আতাউর রহমান—স্বর্ণপদক ও ১০ হাজার টাকা।

১৯৮১ পুরস্কার:

সাংবাদিকতার জন্য ইত্তেফাক-এর সহকারী সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব রাহাত খান, স্বর্ণপদক ও ১০ হাজার টাকা; চারু শিল্পে (ফাইন আর্টস) বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আমিনুল ইসলাম, স্বর্ণপদক ও ১০ হাজার টাকা; খেলাধুলায় বেগম সুফিয়া খাতুন, স্বর্ণপদক ও পাঁচ হাজার টাকা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ডাঃ এম ইব্রাহিম—স্বর্ণপদক ও ১০ হাজার টাকা।